১৪-০৯-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা : - তোমাদের পুরুষার্থ করে এয়ারকন্ডিশনের টিকিট কাটতে হবে, এয়ারকন্ডিশনের টিকিট নেওয়া অর্থাৎ মায়ার গরম হাওয়া অথবা আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা"

প্রশ্ন : - বাচ্চারা, তোমাদের মহাবিনাশের দুঃখ হবে নাকি হবে না ? এর পাপ কাদের উপর আসে ?

উত্তর : - তোমাদের এই মহাবিনাশের দুঃখ হতে পারে না কারণ তোমরা তো ফরিস্তা হয়ে যাও । তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে, এখন সমস্ত আত্মাদের মশার মতো ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমাদের কারোর মৃত্যুতে দুঃখ হয় না, কেননা তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখো, তোমরা জানো যে, আত্মা হলো সদা অমর । এই বিনাশের পাপ কারোর ওপরেই আসে না কারণ, এই লড়াইয়ের যজ্ঞ রচনা হয়েই আছে । সবাই মারামারি করে ঘরে ফিরে যাবে । এও এই ড্রামারই ভবিতব্য ।

গীত :-- জলসাঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড় বাতির শিখা
পিপীলিকার পুড়ে মরা, তাহাতেই লিখা ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এক লাইন গান শুনেছে । এই মজলিস কার ? জ্ঞান সাগরের । যাকে মানুষ ইন্দ্রের মজলিস বলে -- ইন্দ্রসভা । অনেক মানুষ মনে করে - ইন্দ্র জলের বর্ষণ করান । বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, এ হলো জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার সভা, এখানে পতঙ্গরা বসে আছে, তারা বেঁচে থেকেই এঁনার হয়ে যায়, এই দুনিয়ার থেকে মৃত্যু বরণ করার জন্য, কেননা জীবাত্মাদের এই পুরানো দুনিয়া পছন্দ নয় । এখানে সবাই একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে । বাবা বলেন যে - আমি স্বর্গ স্থাপন করি । বাচ্চাদের মধ্যেও কিন্তু নম্বর অনুসার আছে । কেউ পোখরাজ পরী কেউ নিলম পরী । নাম তো অনেক আছে । তোমাদের এমন তুলনা করা হয়েছে । কোনো কোনো বাচ্চা খুব সেন্সেবেল হয়ে সেবায় লেগে যায় । এই সেবাতেও কে তৎপর হবে ? যে শ্যামা রূপী জ্যোতিতে আকৃষ্ট হবে । এ অনেক বড় মজলিস । তোমরা জানো যে, বাবা এই আত্মাদের মজলিসে এসেছেন কিন্তু যারা তাঁকে খুব ভালোভাবে জানেন, তিনি তাদের সামনে প্রত্যক্ষ হন । এই সময় কোটিতে কয়েকজনই তাঁকে জানতে পারে । যারা সেই বহ্নি পতঙ্গ, তারাই জানবে, যারা তাঁকে মন দিয়ে দেয়, যারা বাবার হয়ে যায় ।

এ তো বোঝানো হয়েছে যে, এ হলো বেঁচে থেকে মরে যাওয়া । বাবা, আমি আপনার । প্রথমে আমরা আপনার কাছে অশরীরি ছিলাম । তারপর এখানে এসে শরীর ধারণ করি । বাচ্চারা যে জ্ঞান পায় তা আর কেউই দিতে পারে না, কেননা তারা বাবাকে জানে না । বাচ্চারা, তোমাদের পরমপিতা, পরমাত্মা এসে পড়ান । গায়ন আছে যে - সমস্ত বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি হলো গীতার পাতা । এই বিশ্বের মঞ্চে সমস্ত মনুষ্য মাত্র কার পাতা ? এই দেবী - দেবতা ধর্ম থেকেই সব নির্গত হয়েছে, তাই তোমরা ঝাড়ের চিত্রে দেখবে যে, শুরুতে কোনো পাতা নেই । এই পাতা পরে তৈরী হয় । তাই তাঁকে ওপরে দেখানো হয়েছে । ফাউন্ডেশন হলো দেবী - দেবতা ধর্মের । প্রথমে কান্ড হয়, তারপর তার থেকে ডালপালা বের হয়,তারপর পাতা । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এ হলো বিরাট মনুষ্য ধর্ম সৃষ্টির ঝাড় । আজকালের সরকার ধর্মকে মানে না । তারা বলে আমরা সবাই একসাথে থাকতে পারি কিন্তু নিজেদের মধ্যে কত খিটখিট চলে । নিজেদের মধ্যে লড়াই চলতেই থাকে যেন লড়াইয়ের যজ্ঞ রচনা

করা হয়েছে । কোথাও না কোথাও লড়াই ঝগড়া করতে থাকে । এও এই ড্রামাতেই নিহিত আছে । এমন যুক্তি করে যে, নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরে । পূর্বে হিন্দুস্থান - পাকিস্তান থোড়াই আলাদা ছিলো । সব একসাথে ছিলো । গভর্নমেন্টও দৃঢ় ছিলো । নিজেদের মধ্যে কেউই লড়াই করতে পারতো না কারণ তাদের মাথার ওপরে বড় বড় নবাব ছিলো । এখন যেমন সম্পূর্ণ দুনিয়ার জন্য ইউ . এন আদি বড় বড় কমেটি আছে কিন্তু এদের জন্য কোনো বড় নেতা নেই । এরা দুই টুকরো হয়ে গেছে । দুঃখও বৃদ্ধি পেতে থাকতে । একে অপরকে মারতেই থাকে । এই ড্রামায় দেখো, কত রহস্য । একে অপরের সাথে লড়াই করবে তো থোড়াই বাবার উপর পাপ লাগবে । আমরা সাক্ষী হয়ে দেখি । তোমরা জানো যে সব লড়াই করে শেষ হয়ে যাবে । কোনো বড় মানুষ মারা গেলে ৮ - ১০ দিনের জন্য কাজকর্ম অল্প হয় । ছুটির দিন ঘোষণা করা হয় । তোমাদের জন্য তো কিছুই নয় । তোমরা তো ফরিস্তা হচ্ছো । তোমাদের বিনাশেরও দুঃখ হয় না । এখন তো সবাই মশার মতো মারা যাবে তখন কে কাকে দেখবে । এই রহস্য তোমরা বাচ্চারাই জানো ।

নতুন দুনিয়ায় থাকার জন্য তো ফার্স্টক্লাস মানুষ চাই । এখানে কেউ মারা গেলে তোমাদের থোড়াই দুঃখ হবে । তোমরা তো সাক্ষী হয়ে দেখো যে, ইনি নতুন শরীর নিলেন আবার অভিনয় করার জন্য । তোমাদের মধ্যেও সবাই নিশ্চয়বুদ্ধি নয় । গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের পা থেকে টিকি পর্যন্ত এখন খুশীর পারদ চড়ছে, কারোর কম বা কারোর বেশী । কারোর আবার পাই মাত্রও চড়ে না, যেন আটার মধ্যে নুন । তাদের থালি বা শুকনো বলা হবে । বুঝতে পারা যায় যে কাদের নারায়ণী নেশা চড়ে । তোমরা মাতা - পিতার সার্ভিস করো । এমন নয় যে গৃহস্থ জীবনে থেকে সার্ভিস করতে পারবে না । তারা তো আরো ভালো সেবা করে, মা - বাবার নাম আরো বেশী করে উজ্জ্বল করে । তোমাদের গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল পুষ্পের মতো অচল - অটল থেকে, অন্যকেও এমনই করতে হবে । তাই তাদের মহিমা অনেক বেশী । তোমরা তো শুরুতেই এসেছো । এও হলো ড্রামা । ভাট্টি তৈরী হয়েছিলো । তাতেও কোনো ইট কাঁচা থাকে আবার কোনো ইট পাকা । আই .সি .এস পরীক্ষা থোড়াই সবাই পাস করতে পারে, কেননা গভর্নমেন্টকে অনেক স্যালারি দিতে হয় । এখানেও তেমনই । অনেক বড় সম্পদ দিতে হয় । মুখ্য আট জন পাস হয়, তারপর ১০৮ - র মালা তৈরী হয় । তোমাদের পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পেতে হবে । রিজার্ভ যেমন করানো হয় ----ফার্স্টক্লাস, এয়ার কন্ডিশন । এয়ার কন্ডিশনে কখনোই গরম হাওয়া লাগে না । তোমাদের এই দুনিয়ার কোনো গরম হাওয়া অর্থাত্ মায়ার আঘাত যেন না লাগে, এতটাই মজবুত হতে হবে তোমাদের । আট তো একদম ফার্স্টক্লাস, এরপর ১০৮ । নামও আছে মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা । প্রত্যেকেই বুঝতে পারে, আমরা কোন্ টিকিট কাটছি । প্রত্যেককেই টিকিট নিতে হবে । পুরুষকে তার নিজের আর স্ত্রীকে তার নিজের টিকিট নিতে হবে । স্ত্রীদের সুযোগ বেশী কারণ পুরুষ যা করে তার অর্ধেক অংশ স্ত্রী পেয়ে যায় । স্ত্রী যা কামাই করে, সে যা কিছুই দেয় তার ভাগ পতি পায় না, কেননা পুরুষ হলো রচয়িতা । অর্থ তাদের হাতেই থাকে । তারা যা করবে তার ভাগ স্ত্রীরা পেয়ে যায় । স্বর্গে তো উভয়েই মালিক থাকে । সন্তান একজনই হয় আর বর্সা বা সম্পত্তিও সেই পায় । কন্যাও তার ভাগ নিয়ম করেই পায় । আগের কল্পে যে নিয়ম চলেছে, তাই চলবে । ওখানকার নিয়ম কানুন দেখার প্রয়োজন নেই (তখনও কন্যার সম্পত্তির অধিকার আইন হয়নি) । বাবা তো অনেক সাক্ষাৎকার করিয়েছেন, কিভাবে রাজধানী ট্রান্সফার হয় । এখানে ট্রান্সফার হলে ব্রাহ্মণ, গুরু ইত্যাদিদের ডাকা হয় । আগের নিয়ম কানুন খুব সুন্দর ছিলো । যখন মানুষ বাণপ্রস্থ নিত তখন বাচ্চাদের আদর করে গদিতে বসানো হতো যে এখন তোমরা কারবার সামলাও । এখন তো সম্পূর্ণ বুড়ো হয়ে গেলেও ছাড়তে চায় না । আগে তো

বাচ্চাদের মাতৃস্নেহ থাকতো । এখন তো বাচ্চারা মাতৃদ্রোহী হয়ে গেছে । মায়েরও চুল ধরে বাইরে বের করে দেয় । একেই বলা হয় ধান্দাবাজ আর মাতৃদ্রোহী । সত্যযুগে এমন জিনিস হয় না । তোমাদের তো অনেক খুশী হওয়া উচিত । মজলিসের অনুভব তোমাদের এখানেই আসবে । এই জ্ঞান সাগর তো যেখানে থাকবে সেখানে মেলা বসবে । নদীর ধারে যেমন মেলা বসে । তোমরা নদীরা তো নিজেদের মধ্যে মিলিত হও । এ তো হলো জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান নদীর মেলা । ইনি হলেন জগদম্বা সরস্বতী । তাঁরও অনেক নাম । মার কাছেও কত মানুষ মিলিত হতে আসেন কেননা তাঁর মুরলী খুবই সুন্দর । বাচ্চারাও অনুভব করতে পারে যে, মাম্মার মুরলীও খুব আকর্ষন করে । এ হলো সাগর আর নদীর মজলিস । এখানে অনেক বাচ্চা আসে । প্রথমে যেমন সাগর, তারপর নদী, তারপর ছোটো নদী, বড় ক্যানাল আদি হয় । তোমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারো যে, আমরা ছোটো নদী না কি বড় নদী ? বড় বড় নদীদের ডাকা হয় যে, এসে ভাষণ দাও । তাহলে অবশ্যই তারা তীক্ষ্ণ । মাম্মাকে কতো ডাকা হতো যে, শিববাবার সম্পদ এসে আমাদের দাও । তোমরা বাচ্চারা গিয়ে জ্ঞান রত্নের দান করো । জ্ঞানের এক একটি অংশ লাখ টাকার সমান । শাস্ত্রে কোনো জ্ঞানের কথা নেই । তা যদি থাকতো তাহলে ভারত বিত্তবান হয়ে যেতো । তোমরা তো রত্ন পাও যাতে তোমরা ২১ জন্মের জন্য বিত্তবান হয়ে যাও । এখন সঙ্গম যুগে তোমরা হলে সবথেকে উঁচু । এরপর সত্যযুগ আর ত্রেতায় তোমাদের ডিগ্রি কম হয়ে যায় । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় দরবারে বসেছো । তোমরা জানো যে বাবা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার দেবেন । তাঁকেই সবাই স্মরণ করে । অন্য সবাই ই দুঃখ দেয় । দুঃখ দেওয়ার জিনিসকে সবসময় ভুলতে হয় । যে বাবা, আমার তো আপনি, দ্বিতীয় আর কেউই নেই কিন্তু কৃষ্ণের নাম মানুষ শুনেছে, তাই তাঁকেও স্মরণ করে । তোমরা কৃষ্ণের রাজধানীতে ছিলে । বাবা এই কংসপুরীকে কৃষ্ণপুরী বানিয়ে দেন । আসুরী পুরী থেকে আবার দৈবী পুরী হয়ে যাবে । তারপর দেখানো হয়েছে যে, অসুর আর দেবতাদের লড়াই হয়েছিলো আর দেবতারা জিতে গিয়েছিলো ॥ দেবতারা স্বর্গে থাকে । বাস্তবে তোমাদের লড়াই হলো পাঁচ বিকারের সঙ্গে । এখন রামায়ণের বড় ধুন লাগবে কারণ দশহরা আসছে । গভর্নমেন্টও এই উৎসব পালন করে । রাম লীলা করে কিন্তু জানে না যে রাবণ কি জিনিস ।

কোনো কোনো বাচ্চা বলে ধ্যানে (নেষ্ঠাতে) বসাও । বাস্তবে তো চলতে ফিরতে স্মরণ করতে হবে কিন্তু যারা সারাদিনে স্মরণ করে না, তাদের বসানো হয়। যে, এখানে বসলে কিছু কিছু স্মরণ করবে । অনেকেই আছে যারা সেন্টারে যখন যায় তখন স্মরণে থাকে, ঘরে এলেই সব শেষ । স্মরণ করার অভ্যাসই নেই । বুদ্ধি অন্যদিকে বিভ্রান্ত হয় । বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে আত্মা হলো স্টার, যাকে বিন্দুও বলা হয় । স্টারে তো কোণা হয় কিন্তু বিন্দুতে হয় না । স্টার এই কারণে বলা হয় যে, এর তুলনা দেওয়া হয় । লাকি স্টারও বলা হয় । বিন্দু রূপ আত্মায় জ্ঞানের চমক আছে । বিন্দু আত্মার মধ্যে সমস্ত পার্ট আছে । বাবা বলেন যে, আমি বিন্দুর মধ্যেও এই এই পার্ট আছে, যা আমি ভক্তিতে করে এসেছি । বাচ্চারা, তোমাদের সবথেকে বেশী পার্ট কেননা তোমরা অলরাউন্ডার চক্র লাগাও । তাই তোমরাই চক্রবর্তী রাজা হবে । দুঃখ বা সুখ – তোমরাই পাও । আমার পার্ট তোমাদের মতো নয় । আমি বাণপ্রস্থে চলে যাই । তারপরে আবার ভক্তিমার্গে আমার সার্ভিস শুরু হয় । ড্রামা অনুসারে মানুষ স্মরণও করে, যেই যেই দেবতার পূজা করে, সাক্ষাৎকার আমিই করাই । এই ড্রামাতে এ হলো আমার পার্ট । ওরা ভাবে আমাদের এনার সাক্ষাৎকার হলো । এনার মধ্যেও ভগবান আছেন । মনে করে যে, গণেশের যখন সাক্ষাৎকার হলো, তখন গণেশের মধ্যেও পরমাত্মা আছে । এতেই সর্বব্যাপীর জ্ঞান এসে গেছে । আর বাচ্চারা, তোমরা বলো যে, আমরা সবাই বাবার স্মরণ করি অর্থাত্ সকলের

মধ্যেই বাবা আছেন । এতেও মানুষ সর্বব্যাপী মনে করে নেয় । বাবা বলেন যে, আমার স্মরণও মানুষ পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই করে । যে যতো স্মরণ করবে ততই তার বিকর্ম বিনাশ হবে । বাকি আত্মা তো প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ব্যাপক । আমি কোনো বাচ্চার মধ্যেও প্রবেশ করে, যে কারোরই কল্যাণ করতে পারি কিন্তু ওরা উল্টো অর্থ করে দিয়েছে । ড্রামাতে এও লিপিবদ্ধ আছে । ড্রামা অনুসারে সবাই পার্ট পেয়েছে । এই শাস্ত্র আদি বানানোর পার্টও ড্রামাতেই আছে । তিনিই বানাবেন, যিনি আগে বানিয়েছেন । মানুষ গীতা শোনায়, আবার পরের কল্পেও এমনই শোনাবেন । তাই এখন বাচ্চাদের মজলিসে বাবা বসে আছেন । যারা আমাকে জানে, আমি তাদের মাঝেই শোভা পাই । বাকি যারা আমাকে জানে না, তাদের মজলিসে বসে কি করবো ? তোমরা যখন ভাষণ দাও, তখন অনেকেই আসে । তাদের বহ্নি পতঙ্গের মজলিস বলা যাবে না । বহ্নি পতঙ্গের সঙ্গে মজলিস তো এখানেই । কেউ প্রথমে অনুরাগী হয়, তারপরে বুদ্ধিযোগ অন্যদিকে চলে যায় । যতক্ষণ না সম্পূর্ণ হয়, বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায় । কর্মাতীত আবস্থা, সম্পূর্ণ নির্বিকারী আবস্থা এখন বলা যাবে না । সে অন্তিম সময়ে হবে । তখন এই পুরানো শরীর ছেড়ে যাবে । এ হলো পুরানো খোলস । আত্মা এই পুরানো কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজ করে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) শিববাবার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সবাইকে ভাগ করে দিতে হবে । অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে ২১ জন্মের জন্য বিত্তবান হতে হবে ।

২) নিজের অবস্থা অচল - অটল বানাতে হবে । গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল পুষ্পের মতো বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে । সেবায় তৎপর থাকতে হবে ।

বরদান :-- চিন্তা, বলা আর করা -- এই তিনকে সমান বানিয়ে বাবার সমান সম্পন্ন ভব

বাপদাদা এখন সমস্ত বাচ্চাদের সমান এবং সম্পন্ন দেখতে চাইছেন । সম্পন্ন হওয়ার জন্য চিন্তা, বলা এবং করা - এই তিন যেন সমান হয় । এরজন্য তোমরা সব তৈরীও করো, সঙ্কল্পও আছে, ইচ্ছাও আছে কিন্তু এই ইচ্ছা তখনই পূর্ণ হবে যখন অন্য সকল ইচ্ছায়, "ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা" হতে পারবে । ছোটো - ছোটো অনেক প্রকারের ইচ্ছাই এই ইচ্ছাকে পূর্ণ হতে দেয় না ।

স্লোগান :-- অব্যক্ত এবং কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করতে হলে মুখের বাণী - কর্ম এবং জীবন যাত্রাকে সমান বানাও ।